বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
Website : www.bteb.gov.bd

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

(৪ বছর মেয়াদি)

প্রবিধান ২০১৬

(২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে কার্যকর)

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান)
পি.সি.এস (কারিগরি শিক্ষা)
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (ডিপ্লোমা)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ [illegible]
পরিচালক ([illegible])
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা-১২০৭

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম প্রবিধান ২০১৬

নাম ও কাঠামো

১.১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রকৌশল ডিপ্লোমা স্তরের শিক্ষাক্রমের নাম হবে **"ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং"** ।

১.২ এ শিক্ষাক্রমের মেয়াদ ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) ।

(ক) ১ম-৭ম সেমিস্টার (পর্ব) সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটে/প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হবে ।

(খ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ৮ম পর্বে শিল্প কারখানায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে ।

(গ) ডিপ্লোমা কোর্সের ক্রেডিট ১৪০-১৫০-এর মধ্যে নির্ধারিত থাকবে ।

(ঘ) মোট ক্রেডিট এর ১০-১৫% সোস্যাল স্কিল, ১৫-১৭% সাইন্স ও ম্যাথ, ১০-১২% রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ৫৮-৬০% কোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের জন্য নির্ধারিত থাকবে । বিশেষ ক্ষেত্রে রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের শতকরা হার সমন্বয় করা যাবে ।

১.৩ এ প্রবিধান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর হবে

১.৪ সকল টেকনোলজির পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) বিন্যাসে পাঠ্য বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের সাপ্তাহিক ক্লাশ যথাক্রমে T (থিওরি) ও P (প্রাকটিক্যাল) দ্বারা বুঝানো হবে এবং প্রতি এক পিরিয়ডের তাত্ত্বিক ক্লাশ এক ক্রেডিট-আওয়ার ও প্রতি তিন পিরিয়ডের ব্যবহারিক ক্লাশ এক ক্রেডিট-আওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হবে । এক পিরিয়ডের সময়সীমা হবে ৫০ মিনিট । এক ক্রেডিট-আওয়ারের মান হবে ৫০ নম্বর । প্রতি বিষয়ের জন্য বিষয় কোড তার বাম পার্শ্বে লিখিত থাকবে । বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের বিষয়সমূহের নম্বর বিন্যাস এ প্রবিধানের অর্ন্তভুক্ত ।

১.৫ শিক্ষাক্রম কাঠামোতে কোন টেকনোলজির বিষয়/বিষয়সমূহের পরিবর্তন, নবায়ন এবং কাঠামোর তালিকায় নতুন বিষয়/বিষয়বস্তু সংযোজন এবং চাহিদা নেই এরূপ বিষয়/বিষয়বস্তু প্রত্যাহার করার পদক্ষেপ বোর্ড গ্রহণ করতে পারবে ।

১.৬ প্রতি পর্বের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মেয়াদ ১৬ কার্য সপ্তাহ । প্রতি কার্য সপ্তাহে ৩০-৪০ পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হবে ।

১.৭ যে কোন ইন্সটিটিউটে/প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের নতুন টেকনোলজি প্রবর্তন করা যাবে । এ ক্ষেত্রে উক্ত টেকনোলজির ক্রেডিট ও সময়সীমা প্রচলিত শিক্ষাক্রমের অনুরূপ হতে হবে ।

১.৮ কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের (সকল টেকনোলজির) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব ১.৮.১ এবং ১.৮.৩ অনুচ্ছেদ এর অনুরূপ হবে

১.৮.১ গ্রেডিং পদ্ধতি (The Grading System)

প্রতি সেমিস্টারে একজন শিক্ষার্থী প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তার বিপরীতে গ্রেড পয়েন্ট (GP) অর্জন করবে নিম্নবর্ণিত নিয়মে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তার বিপরীতে গ্রেড পয়েন্ট প্রদান করা হবে ।

প্রাপ্ত নম্বর	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)
৮০% এবং তার উপর	A^+	৪.০০
৭৫% থেকে ৮০% এর নিচে	A	৩.৭৫
৭০% থেকে ৭৫% এর নিচে	A^-	৩.৫০
৬৫% থেকে ৭০% এর নিচে	B^+	৩.২৫
৬০% থেকে ৬৫% এর নিচে	B	৩.০০
৫৫% থেকে ৬০% এর নিচে	B^-	২.৭৫
৫০% থেকে ৫৫% এর নিচে	C^+	২.৫০
৪৫% থেকে ৫০% এর নিচে	C	২.২৫
৪০% থেকে ৪৫% এর নিচে	D	২.০০
৪০% এর নিচে	F	০.০০

১.৮.২ **গড় গ্রেড পয়েন্ট হিসাব পদ্ধতি (Calculation of GPA)**

সিভিল টেকনোলজির প্রথম পর্বের একজন শিক্ষার্থীর নম্বরের ভিত্তিতে GPA হিসাব পদ্ধতি দেখানো হলো ঃ

Sub. code	Name of the subject	T	P	C	Letter Grade	Grade Point (GP)	C×GP
61101	Engineering Drawing	0	6	2	A	3.75	7.50
65711	Bangla	3	3	4	A^+	4.00	16.00
65712	English	2	0	2	A	3.75	7.50
65911	Mathematics - I	3	3	4	A^+	4.00	16.00
65912	Physics-I	3	3	4	A^+	4.00	16.00
66712	Electrical Engineering Fundamentals	3	3	4	B^+	3.25	13.00
67012	Workshop Practice	0	3	1	A	3.75	3.75
	Total	14	21	21			79.75

$\Sigma C = 21 \quad \Sigma(C{\times}GP) = 79.75$

$$GPA = \frac{\Sigma(C{\times}GP)}{\Sigma C} = \frac{79.75}{21} = 3.79$$

১.৮.৩ **পর্ব ভিত্তিক GPA এর গুরুত্ব**

১ম পর্ব	৫%
২য় পর্ব	৫%
৩য় পর্ব	৫%
৪র্থ পর্ব	১০%
৫ম পর্ব	১৫%
৬ষ্ঠ পর্ব	২০%
৭ম পর্ব	২৫%
৮ম পর্ব (ইন্ডাঃ ট্রেনিং)	১৫%
	মোট = ১০০%

১.৮.৪ **CGPA (Cumulative Grade Point Average) হিসাব পদ্ধতি দেখানো হলো :**

পর্ব	পর্ব ভিত্তিক GPA	গুরুত্ব	গুরুত্ব অনুযায়ী অংশ (X)
১ম	৩.৫০	৫%	০.১৭৫
২য়	৩.৬০	৫%	০.১৮০
৩য়	৪.০০	৫%	০.২০০
৪র্থ	৩.৮২	১০%	০.৩৮২
৫ম	৩.৯০	১৫%	০.৫৮৫
৬ষ্ঠ	৪.০০	২০%	০.৮০০
৭ম	৩.৭০	২৫%	০.৯২৫
৮ম	৪.০০	১৫%	০.৬০০
			৩.৮৪৭

Σ X = ৩.৮৪৭

CGPA = ৩.৮৫

১.৮.৫ মান সম্পন্ন পাঠদানের জন্য সুপারিশকৃত ক্লাশ লোড বন্টন ঃ

• অধ্যক্ষ	২-৪
• উপাধ্যক্ষ	৪-৮
• চিফ ইন্সট্রাক্টর	৮-১২
• ইন্সট্রাক্টর	১৪-১৮
• ওয়ার্কশপ সুপার	১২-১৫
• জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর	১৮-২২

২. ভর্তির নিয়মাবলি

২.১ ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস।

২.২ এইচএসসি (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে শুণ্য আসনে ৪র্থ পর্বে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

২.৩ এইচএসসি (বিজ্ঞান) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা শুণ্য আসনে ৩য় পর্বে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে

২.৪ ইংরেজি ভাষায় বিদেশী শিক্ষার্থীর পাশাপাশি আগ্রহী দেশী শিক্ষার্থীরাও পড়াশুনা করতে পারবে।

২.৫ অনলাইন ক্যাম্পাস চালু করা যাবে।

২.৬ ইংরেজি ভাষায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্ন পত্র প্রণয়ন করা হবে ।

২.৭ কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সুপারিশকৃত নীতিমালা অনুসারে শিক্ষাক্রমের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ সেমিস্টারে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

৩. নিবন্ধন

৩.১ প্রথম পর্বে ভর্তির পর বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত নিবন্ধন তথ্য ফরম (RIF) পূরণ করে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক শিক্ষাক্রমের জন্য ক্লাশ আরম্ভের ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধনভুক্ত হতে হবে।

৩.২ একজন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হতে ধারাবাহিকভাবে ৮ (আট) শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। শিক্ষা কার্যক্রমের পরিপন্থি কোন কাজ করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৩.৩ একজন শিক্ষার্থী কোন টেকনোলজিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় অথবা অধ্যয়ন শেষে অন্য টেকনোলজিতে ভর্তি হতে পারবে না।

৩.৪ কোন শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করতে চাইলে রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করে মূল নম্বরপত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ফেরত নিতে হবে।

৪. ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও পর্ব সমাপনী পরীক্ষা

৪.১ কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে মোট অনুষ্ঠিত ক্লাশের শতকরা ৮০ ভাগ ক্লাশে উপস্থিত না থাকলে তাকে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া যাবে না। তবে অসুস্থতা বা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য কারণে ইনস্টিটিউটের শিক্ষা পরিষদ সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ অনুপস্থিতি মওকুফ করতে পারবে। পর্ব সমাপনী পরীক্ষার ক্ষেত্রে পর্ব সমাপনী পরীক্ষা তথ্য ফরম (EIF) পূরণের দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ক্লাশের ভিত্তিতে হাজিরা গণনা করতে হবে।

৪.২ ১ম পর্বের শিক্ষার্থী ব্যতিত নির্ধারিত হাজিরা অর্জনে ব্যর্থ অথবা কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোন কারণে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় ফরম পূরণে ব্যর্থ শিক্ষার্থী যে পর্বে ব্যর্থ হয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ধারাবাহিকভাবে পরপর সর্বোচ্চ দু'বার পুনরায় ভর্তি হয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। ১ম পর্বের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে পর্ব সমাপনী পরীক্ষার ফরম পূরণে ব্যর্থ হলে উক্ত শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪.৩ সকল পর্বের প্রতিটি তাত্ত্বিক বিষয়ের বা বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের মোট নম্বরের ৪০% ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ৬০% পর্ব সমাপনী পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর পর্ব মধ্য, ক্লাশ টেস্ট, কুইজ, প্রেজেন্টেশন, এ্যাসাইনমেন্ট ও উপস্থিতির জন্য নির্ধারিত থাকবে। ন্যূনতম দুইটি ক্লাশ টেস্ট ও দুইটি কুইজ অনুষ্ঠিত হবে। পর্ব মধ্য, ক্লাশ টেস্ট, কুইজ ও উপস্থিতির জন্য নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ ঃ

তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের মানবন্টন:

পর্ব মধ্য	ঃ	২০%
ক্লাশটেস্ট	ঃ	০৬%
কুইজ	ঃ	০৪%
প্রেজেন্টেশন ও এ্যাসাইনমেন্ট	ঃ	০৫%
উপস্থিতি	ঃ (৮০% উপস্থিতির উর্ধ্বে আনুপাতিক হারে)	০৫%

[উপস্থিতির ব্যাখ্যা ঃ ৯০% এর উপরে- ০৫% : ৮০% - ৮৯% ০৪%]

৪.৫ পর্ব মধ্য পরীক্ষা সেমিস্টারের ৮ম সপ্তাহে সম্পন্ন হবে।

৪.৬ বিষয় শিক্ষকগণ ক্লাশ টেস্টের তারিখ, সময় ও স্থান পূর্বেই শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করবেন। ৫ম ও ১৩তম সপ্তাহে ক্লাশ টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। কুইজসমূহ ক্লাশ চলাকালীন যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৪.৭ বিষয় শিক্ষক ক্লাশ টেস্ট ও কুইজ এবং মধ্যপর্ব পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের পর নম্বরপত্র এবং পরীক্ষিত উত্তরপত্র বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের নিকট জমা দিবেন।

৪.৮ সকল পর্বের ব্যবহারিক বিষয় বা বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ৫০% নম্বর ও পর্ব সমাপনী ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য ৫০% নম্বর নির্ধারিত থাকবে। ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়ের ব্যবহারিক ধারাবাহিক অংশের মানবন্টন হবে নিম্নরূপঃ

৪.৭.১ ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের মানবন্টন

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	১০০% এর ক্ষেত্রে	৫০% এর ক্ষেত্রে
ক. জব/ এক্সপেরিমেন্ট	৬০%	২৫%
খ. বাড়ির কাজ	১০%	০৫%
গ. জব/ এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ	১০%	০৫%
ঘ. জব/ এক্সপেরিমেন্টের উপর মৌখিক পরীক্ষা	০৮%	০৫%
ঙ. আচরণ	০২%	০২%
চ. উপস্থিতি	১০%	০৮%

[উপস্থিতি ৫০% এর ক্ষেত্রে ৯০% এর উপরে ০৮% : ৮০% - ৮৯% ০৬%]
[উপস্থিতি ১০০% এর ক্ষেত্রে ৯০% এর উপরে ১০% : ৮০% - ৮৯% ০৮%]

৪.৭.২ ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী মূল্যায়নের মানবন্টন

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	৫০% এর ক্ষেত্রে
ক. জব/এক্সপেরিমেন্ট	৩০%
খ. জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট	১০%
গ. জব/এক্সপেরিমেন্ট চলাকালীন সময়ের মৌখিক পরীক্ষা	১০%

৪.৯ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী পর্ব সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে বোর্ড বর্ষপঞ্জি সংশোধন করতে পারবে।

৪.১০ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট অথবা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন ইনস্টিটিউট/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে।

৪.১১ বোর্ড সকল পর্বের সমাপনী/পরিপূরক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন। ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বের পর্ব সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অথবা প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষক দ্বারা এবং ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের পর্ব সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে এবং ৮ম পর্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর মূল্যায়ন ৪.২৩ ও ৪.২৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৪.১২ ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বের ব্যবহারিক পরীক্ষা পর্ব সমাপনী তাত্ত্বিক পরীক্ষার পূর্বে অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক এবং বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক মনোনীত বিভাগীয় অন্য শিক্ষক যৌথভাবে গ্রহণ করবেন।

৪.১৩.১ সকল পর্বের শিক্ষার্থীকে প্রতি বিষয়ে/বিষয়ের অংশে ন্যূনতম D গ্রেড পেয়ে তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও তাত্ত্বিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় পৃথকভাবে এবং ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় পৃথকভাবে পাশ করতে হবে।

৪.১৩.২ তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নে কোন বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট পর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। এরূপ অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থী যে পর্বে অনুত্তীর্ণ হয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে (যে পর্বে অনুত্তীর্ণ হয়েছে) ধারাবাহিকভাবে পর পর সর্বোচ্চ দু'বার বোর্ড নির্ধারিত ফি দিয়ে পুনঃভর্তি হয়ে নিয়মিতভাবে উক্ত অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অধ্যয়ন করে সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহের সকল অংশে অর্থাৎ তাত্ত্বিক ধারাবাহিক ও পর্ব সমাপনী অংশে পৃথকভাবে এবং ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী ও ধারাবাহিক অংশে পৃথকভাবে পাশ করতে হবে। এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারন করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ গ্রহণ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থী আর কোন সুযোগ পাবে না।

৪.১৪.১ কোন শিক্ষার্থী ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য হলে শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে পরবর্তী পর্বে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হবে। তবে এরূপ অনধিক যে দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে শুধুমাত্র সেই বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষা পরবর্তী পর্বের ক্লাশ আরম্ভের ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে (বোর্ড নির্ধারিত সময়ে) পরিপূরক পরীক্ষায় নির্ধারিত ফি দিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই পরিপূরক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে শিক্ষার্থীর উক্ত পর্বে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের অনুমতি বাতিল হয়ে যাবে এবং সংশ্লিষ্ট পর্বে অনুত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবে। এরূপ অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থী যে পর্বে অনুত্তীর্ণ হয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে ধারাবাহিকভাবে পর পর সর্বোচ্চ দু'বার যে বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য হয়েছে শুধুমাত্র সেই বিষয়/বিষয়সমূহে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং এ পরীক্ষায় প্রতিটি অকৃতকার্য বিষয়ে/বিষয়সমূহের তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশের পর্বসমাপনী পরীক্ষায় পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বোর্ড নির্ধারিত ফি দিয়ে পুনঃভর্তির মাধ্যমে পরবর্তী পর্বে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ গ্রহণ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে এ শিক্ষার্থী অধ্যয়নের আর কোন সুযোগ পাবে না।

৪.১৪.২ কোন শিক্ষার্থী ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় তিন বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট পর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। এরূপ অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থী যে পর্বে অনুত্তীর্ণ হয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে ধারাবাহিকভাবে পর পর সর্বোচ্চ দু'বার যে বিষয়/বিষয় সমূহে অকৃতকার্য হয়েছে শুধুমাত্র সেই বিষয়/বিষয়সমূহে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ পরীক্ষায় প্রত্যেক অকৃতকার্য বিষয়ে/বিষয়সমূহের তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশের পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বোর্ড নির্ধারিত ফি দিয়ে পুনঃভর্তির মাধ্যমে পরবর্তী পর্বে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ গ্রহণ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে এই শিক্ষার্থী অধ্যয়নের আর কোন সুযোগ পাবে না

৪.১৪.৩ কোন শিক্ষার্থী ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের বিষয়সমূহের পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় যে কোন এক/দুই/তিন বিষয়ে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থী পরবর্তি পর্বে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এরূপ তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য এক/দুই/তিন বিষয়ে প্রতি পর্বের কেন্দ্র ফিসহ বোর্ডের নির্ধারিত ফি দিয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট পর্বের সকল বিষয়ের সাথে পূর্ববর্তী পর্বের অকৃতকার্য বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করবে। এ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়/বিষয়সমূহে উত্তীর্ণ হলে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পর্বের ফলাফল নির্ধারণ করা হবে।

৪.১৪.৪ কোন শিক্ষার্থী ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের বিষয়সমূহের পরীক্ষায় চার বা ততোধিক বিষয়ে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক সমাপনী অংশে অকৃতকার্য হলে সংশ্লিষ্ট পর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। এরূপ শিক্ষার্থী যে পর্বে অনুত্তীর্ণ হয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে বোর্ড নির্ধারিত ফি দিয়ে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে শুধু অনুত্তীর্ণ বিষয় বা বিষয়সমূহের অনুত্তীর্ণ অংশে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এরূপ পরীক্ষার্থী পরবর্তি পর্বের ক্লাস শুরুর ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পুন: ভর্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পর্বের ফলাফল নির্ধারণ করা হবে।

সি.এস (কারিগরি শিক্ষা)
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (ডিপ্লোমা)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, ঢাকা।

৪.১৪.৫ উপরোক্ত ৪.১৪.৪ ধারায় বর্ণিত কোন শিক্ষার্থী ৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম পর্বে এক/দুই/তিন বিষয়ে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীর পরবর্তী পর্বে সাময়িকভাবে দেয়া অধ্যয়নের অনুমতি অব্যাহত থাকবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড হতে তাদের পুনঃভর্তির অনুমোদন নিতে হবে এবং তাদের ক্ষেত্রেও ধারা ৪.১৪.৩ প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ থাকে যে চার বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে সাময়িকভাবে দেয়া অধ্যয়নের অনুমতি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এরূপ শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

৪.১৫.১ কোন শিক্ষার্থী ৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে অনধিক তিন বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। সে ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষার্থী ৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় পূর্ববর্তী পর্ব/পর্বসমূহের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে প্রতি পর্বের কেন্দ্র ফিসহ নির্ধারিত ফি দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ উত্তীর্ণ হলেও ৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম পর্বের অকৃতকর্য বিষয়/বিষয়সমূহে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ৮ম পর্বের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে না।

৪.১৫.২ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ উত্তীর্ণ হলেও যদি ৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম পর্বের কোন বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য থাকে তবে প্রতি পর্বের কেন্দ্র ফিসহ বোর্ডের নির্ধারিত ফি দিয়ে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। উক্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারিত হবে।

৪.১৬ কোন শিক্ষার্থী ৮ম পর্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এ অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ অকৃতকার্য ঘোষণা করা হবে এবং পরবর্তীতে তাকে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে নিজ খরচে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে ট্রেনিং গ্রহণ করতে হবে

৪.১৭ কোন শিক্ষার্থী কোন পর্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী পর্বে অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকলে ঐ শিক্ষার্থী যে পর্বে অধ্যয়ন করা থেকে বিরত রয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে ধারাবাহিকভাবে পরপর সর্বোচ্চ দু'বার রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পুনঃভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে তাকে বোর্ডে সংযোগ রক্ষাকারী ফি প্রদান করতে হবে। সেমিস্টার আরম্ভের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে পুনঃভর্তি সম্পন্ন করে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

৪.১৮.১ ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বের তাত্ত্বিক উত্তরপত্রের মূল্যায়নের ও ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বরপত্র প্রতি পর্বের পরীক্ষা শেষে বিভাগীয় প্রধানগণ তার বিভাগের আওতাধীন বিষয়সমূহ নিরীক্ষণ করে শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের নিকট ফলাফল সংকলনের জন্য প্রেরণ করবেন। বিভাগীয় প্রধানগন তিন কপি ফলাফল সংকলন শীট (টেবুলেশন) শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের নিকট উত্তরপত্রসহ জমা দিবেন। সকল জমাকৃত উত্তর পত্রের মধ্য হতে অধ্যক্ষ ন্যূনতম ১০% পুনঃমূল্যায়ন করে নম্বরপত্র চূড়ান্ত করে ফলাফল প্রকাশ করবে। অনুমোদিত এক কপি সংকলন শীট পরিপূরক পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে বোর্ডে প্রেরণ করবেন।

৪.১৮.২ শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের অনুমোদিত ফলাফলের ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বের জন্য ইন্সটিটিউট/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্বলিত ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(i) শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত GPA তালিকা

(ii) বিষয় উল্লেখপূর্বক পরিপূরক পরীক্ষাযোগ্য শিক্ষার্থীদের তালিকা।

৪.১৮.৩ পর্ব সমাপনী পরীক্ষার অব্যবহিত পর অভ্যন্তরিণভাবে মূল্যায়নকৃত সকল প্রকার পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র/উত্তরপত্র ইন্সটিটিউটে পরবর্তী পর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত কাগজপত্র/উত্তরপত্র প্রয়োজনে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ আন্তঃপ্রতিষ্ঠানের মান পরীক্ষা করার জন্য প্রেরণকৃত উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়ন করবে এবং উক্ত মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর মানের সমতা বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.১৯.১ ৪র্থ,৫ম,৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের পর্ব সমাপনী তাত্ত্বিক পরীক্ষার শেষে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা অভ্যন্তরিণ ও অনাভ্যন্তরিণ ব্যবহারিক পরীক্ষক যৌথভাবে পরিচালনা করবেন। সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক উক্ত বিষয়ের অভ্যন্তরিণ পরীক্ষক হিসেবে কাজ করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভ্যন্তরিণ পরীক্ষক নিয়োগ করবেন এবং বোর্ড হতে অনাভ্যন্তরিণ ব্যবহারিক পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং ওয়ার্কশপ অথবা ল্যাবরেটরি সুবিধাদির ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদেরকে অনধিক ৩০ জনের গ্রুপে বিভক্ত করে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি প্রণয়ন করতে হবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী যাতে নির্ধারিত জব/এক্সপেরিমেন্ট নিজ হাতে সম্পন্ন করে তা নিশ্চিত করতে হবে। বিভাগীয় প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে নোটিশের মাধ্যমে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি পরীক্ষার্থীদেরকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪/০৬/২১
(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান)
পি.পি.এস (কারিগরি শিক্ষা) (ডিপ্লোমা)
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (ডিপ্লোমা)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, ঢাকা।

১৪/০৬/২১

৪.১৯.২ অভ্যন্তরিণ ও অনাভ্যন্তরিণ ব্যবহারিক পরীক্ষক যৌথভাবে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

৪.১৯.৩ অনাভ্যন্তরিণ ব্যবহারিক পরীক্ষক অভ্যন্তরিণ পরীক্ষকের সাথে আলোচনাক্রমে নম্বর প্রদান করবেন। এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে অনাভ্যন্তরিণ ব্যবহারিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৪.১৯.৪ অভ্যন্তরিণ পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারাবাহিক নম্বর বিভাগীয় প্রধান/ইন্সটিটিউট প্রধান কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর করে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

৪.১৯.৫ সকল পরীক্ষার সম্মানী বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী বন্টন করতে হবে।

৪.২০ ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের সমাপনী তাত্ত্বিক বিষয়ের উত্তরপত্র পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই বীমাকৃত পার্শেল ডাকযোগে নির্দেশনা মোতাবেক বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে। বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে।

৪.২১ কোন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ধারাবাহিকভাবে বা পর্যায়ক্রমে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে নির্ধারিত ফি প্রদান করে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পূর্বানুমতি নিতে হবে।

৪.২২ কোন পরীক্ষার্থী প্রাপ্ত CGPA এর মান উন্নয়নে আগ্রহী হলে পরীক্ষার্থীকে নির্ধারিত ফি প্রদান করে ৬ষ্ঠ/৭ম পর্বের সকল তাত্ত্বিক বিষয়ে পরবর্তী পর্বসমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এ সুযোগ একবারের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৪.২৩ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এর নিয়মাবলী

৪.২৩.১ ৮ম পর্বে ১৬ (ষোল) সপ্তাহের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর ১২(বার) সপ্তাহ সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় সম্পন্ন করতে হবে এবং ৪ (চার) সপ্তাহ সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটে সম্পন্ন করতে হবে।

৪.২৩.২ শিল্পকারখানার/সংস্থার/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত প্রশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শিক্ষক যৌথভাবে শিল্পকারখানায় **১২(বার)** সপ্তাহব্যাপী ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়ন করবেন।

৪.২৩.৩ ইন্সটিটিউটের ৪ (চার) সপ্তাহ ট্রেনিং এ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত প্রজেক্ট প্রস্তুত করতে হবে।

৪.২৩.৪ ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ৪ (চার) সপ্তাহ সহ মোট ১৬ (ষোল) সপ্তাহের কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষার সময় মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

৪.২৩.৫ বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত অনাভ্যন্তরিণ পরীক্ষক সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং বিভাগীয় প্রধান যৌথভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষা এবং গ্রাজুয়েশন প্রজেক্ট মূল্যায়ন করবেন এবং মূল্যায়নকৃত নম্বর বোর্ড নির্ধারিত নম্বরপত্রে লিপিবদ্ধ করে যৌথ স্বাক্ষরে বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৪.২৩.৬ কোন শিক্ষার্থীর হাজিরা ৮০% এর কম থাকলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে।

৪.২৪ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এর নম্বর বন্টন

৪.২৪.১ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ৬ ক্রেডিট এর একটি ব্যবহারিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে, যার মোট নম্বর হবে ৩০০। উক্ত মোট নম্বরের ব্যবহারিক ধারাবাহিকে ৫০% এবং ব্যবহারিক পর্ব সমাপনীতে ৫০% নম্বর নির্ধারিত থাকবে। ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় ট্রেনিং এর ব্যবহারিক ধারাবাহিক এবং ব্যবহারিক পর্বসমাপনী পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম C+ গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪.২৪.২ ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় ট্রেনিং-এ ব্যবহারিক ধারাবাহিক নম্বরের ৫০% অর্থাৎ ১৫০ নম্বরের বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

(i) দৈনন্দিন কাজ	ঃ ৭৫
(ii) হাজিরা	ঃ ৪৫
(iii) দৈনন্দিন কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ	ঃ ৩০
	মোট = ১৫০

[হাজিরাঃ ৯০% বা এর উপর (আনুপাতিক হারে) = ৩৫-৪৫ , ৮০-৮৯% (আনুপাতিক হারে) = ২৫-৩৪]

৪.২৪.৩ ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় ট্রেনিং-এর ব্যবহারিক সমাপনী পরীক্ষার নম্বরের ৫০% অর্থাৎ ১৫০ নম্বরের বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(i) প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	৭৫
(ii) গ্রাজুয়েশন প্রজেক্ট মূল্যায়ন ও উপস্থাপন	৭৫
মোট	= ১৫০

৫. ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদপত্র

৫.১ ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পর্বের ট্রান্সক্রিপ্ট ইংরেজি ভাষায় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হবে এবং ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রতিষ্ঠান ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করে বিভাগীয় প্রধান ও উপাধ্যক্ষ/অধ্যক্ষের স্বাক্ষরসহ প্রদত্ত হবে ।

৫.২ সনদপত্রের নাম ইংরেজি ভাষায় “Diploma-in-Engineering” হবে ।

৫.৩ ১ম হতে ৮ম পর্বের ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও পর্ব সমাপনী পরীক্ষার সকল বিষয়ের প্রাপ্ত CGPA এর ভিত্তিতে বোর্ড সনদপত্র প্রদান করবে।

৫.৪ সনদপত্রে শিক্ষাক্রমের মেয়াদ উল্লেখসহ এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি ভাষায় প্রদান করা হবে।

৫.৫. এ প্রবিধানের কোন ধারার/ধারাসমূহের অথবা অনুল্লিখিত কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে এবং বোর্ডের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৫.৬ বোর্ডের অনুমোদিত সমন্বিত শৃংখলাবিধি ও উপবিধি এ শিক্ষাক্রমের জন্য অনুসরণ করা হবে। সরকারের ১৯৮০ সনের পাবলিক এক্সামিনেশন এক্ট (সংশোধনী সহ) এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া সরকারের সময়ে সময়ে জারীকৃত নীতিমালা অনুসৃত হবে।

------------- o -------------